যুগান্তর

APR 28 2001

টাঙ্গাইল সা'দত কলেজে সমস্যার শেষ নেই

টাঙ্গাইল জেলার সরকারি সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সমস্যার শেষ নেই। অনার্স ও মাস্টার্স মিলিয়ে ২০ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ থেকে ২২ হাজার। কিন্তু এত অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য কলেজে নেই পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ। নেই আলাদা পরীক্ষা ভবন। সারা বছর বিরামহীন পরীক্ষা চলার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ৪০/৫০টির বেশি ক্লাস পায় না। প্রতি শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত কোর্স অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেমিনারের অবস্থাও খারাপ। বেশিরভাগ বিষয়ের বই সেমিনারে নেই। প্রায় প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই শিক্ষকের তীব্র সংকট লক্ষণীয়। এক গণিতের অনার্সে তিন শতাধিক ছাত্রের জন্য মোটে তিন শিক্ষক। ফলে ক্লাস নিতে নিতে শিক্ষকদের অবস্থাও খারাপ। তারপরও তাদের প্রচেষ্টা ও উদারতা প্রশংসনীয়। এমন হাল প্রতি বিভাগেই। লাইব্রেরিতে বইয়ের তীব্র সংকট। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত চারটি বাসের একটি দীর্ঘদিন থেকে গ্যারেজে। বাকি তিনটি বাসের কর্মচারীরা চরম দুর্নীতিবাজ। তারা অর্থের লোভে ছাত্রছাত্রীদের আনা-নেয়া বাদ দিয়ে পাবলিক আনা নেয়ার কাজেই ব্যতিব্যস্ত। আজ পর্যন্তও তাদের দুর্নীতি রোধে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনই ব্যবস্থা নেননি। আবাসিক হলগুলোর (ছাত্রীছাত্রী উভয়ের) অবস্থা অথৈবচ। বেশিরভাগই ৬ শয্যাবিশিষ্ট রুমের প্রতি সিটে ডাবলিং পারলে ট্রিপলিং করতে হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাট অসহনীয় পর্যায়ে। প্রতি হলের জন্য একটি পত্রিকা বরাদ্দ। খেলার সামগ্রী নেই বললেই চলে। বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম সেই আদিকালের টিভি। টিভি রুমের প্রায় সব বেঞ্চই ছাড়পোকা সমৃদ্ধ। ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখা ছাড়া উপায় নেই। রাতেরবেলা ল্যাম্পপোস্টবিহীন ক্যাম্পাসে বিরাজ করে ভীতিকর অবস্থা। টয়লেটগুলোতে উৎকট ও কাঁঝালো গন্ধ। এক্ষেত্রে ছাত্রী হোস্টেলের চিত্র অবর্ণনীয়। ডাইনিংগুলোতে নোংরা আর দুর্গন্ধযুক্ত পচা ভাতের গন্ধে ভরপুর। তরকারি মুখে দেয়া যায় না। ক্যান্টিনগুলোতে খাবারের মূল্য ছাত্রছাত্রীদের ক্রয় সীমার বাইরে। সর্বোপরি বৃহস্পতিবারে করটিয়া হাটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা দেয়ার দৃশ্য একেবারেই দৃষ্টিকটু। এভাবেই শত অব্যবস্থাপনার ভেতর দিয়ে চলছে এই কলেজ। সেই সঙ্গে আমাদের শিক্ষা জীবন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের দিকে একটু নজর দেবেন কি?

ম. সাইদুর রহমান (সাইদ)
গণিত (সম্মান) সমাপ্ত বর্ষ
সরকারি সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল